গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

এবং

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর , মাদারীপুর জেলা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২৩ - ৩০ জুন ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী 5:ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী 6: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী 7: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী 8: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	

কর্মসম্পাদনেরসার্বিকচিত্র
(Overview of the Performance)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

মাদারীপুর জেলার পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম নির্বাহী প্রকোশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ৩(তিন) বছরে এই জেলায় বিভিন্ন প্রযুক্তির ৫৪৯৮ টি পানির উৎস স্থাপন, ৫টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, পল্লী এলাকায় ৩টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ, ১টি পানি পরীক্ষাগার নির্মাণএবং ১টি আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে প্রায় ৫৫৬৮ টি পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতিকে টেকসইকরা ও এরকার্যকারিতাবৃদ্ধিকরণ এবং অর্থায়ন। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে পৃথক সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি ও বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দকরণ।সামগ্রিককাজেরমনিটরিংওমূল্যায়ন, তথ্যসংগ্রহওসংরক্ষণ। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/ সমস্যা হোল এইখাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ। তাছাড়া এই অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যাওয়া, পানি স্তর না পাওয়া, মাত্রাতিরক্ত লবণ, আর্সেনিক ও আয়রন ইত্যাদি কারণে পানির উৎস স্থাপন একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতি৫০ জনেরজন্যএকটিপানিরউৎসস্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থপানিরযথাযথব্যবহারএবংসংরক্ষন,পুকুরখননেরমাধ্যমেভূ-পৃষ্ঠেরপানিব্যবহারবৃদ্ধিকরণ, দেশেরপ্রতিটিইউনিয়নে পাইপডওয়াটারসাপ্লাইসিস্টেমস্থাপন।স্বাস্থ্যসম্মতউন্নতমানেরল্যাট্রিনেরকভারেজবৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদসুপেয়পানিসরবরাহেরকভারেজশতভাগেউন্নীতকরণ।

২০২৩-২০২৪অর্থবছরেরসম্ভাব্যপ্রধানঅর্জনসমূহ

- পল্লী ও পৌরএলাকায় বিভিন্নধরনেরপানিরউৎসস্থাপন-১৭৩৫টি
- গ্রামীণ/কমিউনিটিভিত্তিকপাইপওয়াটারসিস্টেমনির্মান- ২টি
- ফিক্যালস্লাজট্রিটমেন্টপ্লান্টওসলিডওয়েস্টল্যান্ডফিলসিস্টেমনির্মান- ১টি
- পৌরএলাকায় উৎপাদকনলকূপস্থাপন ও প্রতিস্থাপন –২টি
- পৌরএলাকায়পাম্পহাউজনির্মাণ-২টি
- পাইপলাইনস্থাপন–৯কিঃমিঃ
- পল্লী/ পৌরএলাকায়ড্রেননির্মাণ- ৪ কিঃমিঃ
- পল্লী ও পৌরএলাকায় ইম্প্রুভড/ স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন–২০টি
- পল্লী ও পৌরএলাকায় কমিউনিটিল্যাট্রিন/ পাবলিকল্যাট্রিনস্থাপন–৫টি এবং
- পানির গুণগতমাননিশ্চিতকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা–১৭৫০ টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,মাদারীপুরজেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩সালেরজুন মাসের ২৫তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিস্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: